যুগান্তর

তারিখ ..... 19 APR 2017
পৃষ্ঠা ..৬.. কলাম ..১..

মাধ্যমিকের বিনা মূল্যের পাঠ্যপুস্তক

সময়মতো বই সরবরাহ করেনি ৯১ প্রতিষ্ঠান

মুসতাক আহমদ

চলতি বছরের মাধ্যমিকের বিনা মূল্যের পাঠ্যবই সময়মতো সরবরাহ করেনি ৯১টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। ফলে শিক্ষার্থীদের হাতে যথাসময়ে বই পৌঁছানো যায়নি। প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই বেঁধে দেয়া সময়সীমা একাধিকবার লঙ্ঘন করেছে। শর্ত ভঙ্গ করে অন্য প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে কাজ করিয়েছে। দরপত্রে এক ঠিকানা ব্যবহার করে কাজ করেছে অন্য ঠিকানায়। প্রাথমিক স্তরেও এ ধরনের দু'ডজন প্রতিষ্ঠান আছে। যদিও অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি, এনসিটিবি সময়মতো বইয়ের সিডি সরবরাহ না করায় বিলম্ব হয়েছে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, সময়মতো বই সরবরাহ না করে এসব প্রতিষ্ঠান সরকারি ক্রয় আইনের (পিপিআর) অন্তত তিনটি ধারা লঙ্ঘন করেছে। পিপিআর অনুযায়ী, এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) কমপক্ষে চারটি ব্যবস্থা নিতে পারবে। এগুলো হচ্ছে— পারফরমেন্স গ্যারান্টির (পিজি) অর্থ বাজেয়াপ্ত ও তা এনসিটিবির তহবিলে জমা নেয়া। মোট কাজের ১০ শতাংশ অর্থ জরিমানা, ভবিষ্যতের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া। জরিমানা এবং পিজি বাজেয়াপ্ত করলে ৯১টি প্রতিষ্ঠান থেকে এনসিটিবির অন্তত সাড়ে ১৩ কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব হবে। জানা গেছে, এসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মন্ত্রী-এমপিসহ সরকারদলীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠান আছে। অভিযোগ উঠেছে, রহস্যজনক কারণে এনসিটিবির শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তারা এসব প্রতিষ্ঠানের অপরাধ ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এ সংক্রান্ত ফাইল উঠলেও তা ফেলে রাখা হয়। গত কয়েক বছর ধরেই এসব প্রতিষ্ঠানের নানা অপরাধ মাফ করে আসছে বলেও অভিযোগ আছে। এ ছাড়া গত বছরের প্রাথমিকের পাঠ্যবইয়ের কাজ নিয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে চিহ্নিত ও কালো তালিকাভুক্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে এনসিটিবি এবারও কাজ দিয়েছিল বলে জানা গেছে। জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা যুগান্তরকে বলেন, সময়মতো বই সরবরাহ না করাসহ অন্য অপরাধে চিহ্নিতরা আইন অনুযায়ী শাস্তি পাবেন। কেউ দয়া পাবেন না। পিপিআর অনুযায়ী কেউ জরিমানা দেবেন। প্রয়োজন হলে কালো তালিকাভুক্ত করা হবে। কিন্তু আমার কাছে এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো তালিকা আসেনি। তবে এটাও ঠিক যে, কখনও তালিকা হলে জাতীয় স্বার্থে আমরা লঘু অপরাধকে অনেক সময় এড়িয়ে যাই। লঘু অপরাধে লঘু শাস্তি দিয়েই পরিস্থিতি অনুকূলে রাখা হয়।

> সাড়ে ১৩ কোটি টাকা জরিমানা হওয়ার কথা
> এসব প্রতিষ্ঠানের সময়মতো সিডি না পাওয়ায় বিলম্ব : মালিকপক্ষ

তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও ইবতেদায়ি স্তরের পাঠ্যবই বিলম্বে সরবরাহসহ অন্য অপরাধের দায়ে একটি তালিকা করা হয়েছে। তাতে দুই ভাগে ৯১টি প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠান চুক্তিপত্রের দুই ধারায় অপরাধ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

সময়মতো বই সরবরাহ করেনি ৯১ প্রতিষ্ঠান

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করেছে। বই ছাপার কাজের ব্যাপারে করা চুক্তিপত্রের ২ নম্বর শর্তে বলা আছে, দরদাতার নিজস্ব মুদ্রণ বাঁধাইখানা থাকতে হবে। দরপত্রে দেয়া ঠিকানায় মুদ্রণ ও বাঁধাইখানায় কাজ সম্পন্ন করতে হবে। অন্য প্রতিষ্ঠানকে সাব-কন্ট্রাক্ট দেয়া যাবে না। কিন্তু গত ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত এনসিটিবি এ শর্ত লঙ্ঘন করা অন্তত ৪৫টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে আবার সাতটি প্রতিষ্ঠান দুই প্যাকেজ কাজ নিয়ে উভয়টিই সাব-কন্ট্রাক্ট দিয়েছে। এ অপরাধের দায়ে পিজি বাজেয়াপ্ত করাসহ প্রয়োজনে কালো তালিকাভুক্ত করার কথা আছে। চুক্তিপত্রের ৯ নম্বর শর্তানুযায়ী, বই সরবরাহের পরও শেষ তারিখের পর অতিরিক্ত ২৮ দিন বিলম্ব করা যাবে। তবে এর জন্য জরিমানা গুনতে হবে। কিন্তু এই অনুমোদিত বিলম্ব সময়েও বই দিতে পারেনি অনেক প্রতিষ্ঠান। ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত এ ধরনের ৪৬টি প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত হয়েছে। সেই হিসেবে দুই ক্যাটাগরিতে ৯১টি প্রতিষ্ঠান আছে শর্ত লংঘনের তালিকায়।

এ বিষয়ে এনসিটিবির এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, আমরা এখন পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধে দায়ী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করিনি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, উল্লিখিত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করে এনসিটিবির একজন কর্মকর্তা বলেন, চুক্তিপত্রের ১৪ নম্বর শর্ত অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার শৈথিল্য, অবহেলা বা গাফিলতি পরিলক্ষিত হলে তা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলে বিবেচনা এবং এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার কথা আছে। সে অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলাও করা যায়। কিন্তু এনসিটিবির শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা এসব প্রতিষ্ঠানের অপরাধ রহস্যজনক কারণে ধামাচাপা দিচ্ছেন। গত বছরও একইভাবে জরিমানার জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানের ফাইল চেয়ারম্যানের দফতরে যাওয়ার পর আর সংশ্লিষ্ট শাখায় ফিরে যায়নি।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেন, আমি গত এপ্রিলে এখানে যোগদান করেছি। এর আগের কোনো তথ্য আমার জানা নেই। তবে আমি আসার পর কোনো ফাইল গায়েব হওয়ার ঘটনা ঘটেনি। জরিমানার শিকার প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি ভাই ভাই প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী সানাউল্লাহ তালুকদার বলেন, তিনি একটি বইয়ের সর্বশেষ সিডি পেয়েছেন ১২ ডিসেম্বর। এ কারণে তার গোটা বই পাঠাতে দেরি হয়েছে। এখন এনসিটিবি যদি জরিমানা করে তবে তা অযৌক্তিক হবে।

একই কথা বলছেন প্রমা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্সের মালিক এসএম মহসিন। তিনি বলেন, সেপ্টেম্বরে বইয়ের সিডি পেয়েছি। নিয়মে যা-ই থাকুক সিডি না পেলে আমি ছাপব কী? সুতরাং এনসিটিবি এ ধরনের পদক্ষেপ নিলে তা হবে অনাকাঙ্ক্ষিত।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..............................
তারিখ..............................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর